Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বর্ণবাদ কেন ইসলামে হারাম

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে হাবিবা ইভা

রোলঃ 216021411

১ জুন ,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বর্ণবাদ কেন ইসলামে হারাম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে হাবিবা ইভা

রোলঃ 216021411

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "বর্ণবাদ কেন ইসলামে হারাম" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে উম্মে হাবিবা ইভা, আইডিঃ 216021411 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " বর্ণবাদ কেন ইসলামে হারাম " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

উম্মে হাবিবা ইভা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১ জুন, ২০২৪ ইং

উম্মে হাবিবা ইভা

আইডিঃ 216021411

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচীপত্র

ভূমিকা 5

প্রেক্ষাপট 6

জাতি ও বর্ণের ভিন্নতা আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন 6

আল্লাহর নিকট মর্যাদার মাপকাঠি গোত্র আভিজাত্য নয় বরং তাকওয়াঃ 7

ইসলামে অহংকার এক জঘন্যতম পাপ আর অহংকার থেকেই বর্ণবাদের সূচনা 9

বর্ণবাদ একজন মানুষের প্রতি অন্যায্য-অন্যায় আচরণ করে আর ইসলামে অন্যায়-অবিচার হারাম করা হয়েছেঃ 11

ন্যায়পরায়ণতা ও সাম্যের আদর্শ ইসলামকে বর্ণবৈষম্য থেকে দূরে রেখেছেঃ 12

হাবশি ক্রিতদাসও নেতা হতে পারবে 15

বিশিষ্ট সাহাবি হযরত বিলাল (রঃ) ছিলেন একজন হাবশি ক্রিতদাস 17

ইসলাম কি দাসপ্রথার প্রবর্তক বা ইসলামের সাথে দাস প্রথার সম্পর্ক কি? 18

দাসপ্রথার বৈধতার মাধ্যমে ইসলাম কি বর্ণ বৈষম্য করে? 19

দাসপ্রথা কেন ইসলামে হারাম বা রহিত করা হয়নি? 22

দাসত্বের এই পথ বন্ধ করার উপায় 23

উপসংহার 24

ভূমিকা

বর্ণবাদ হল সেই দৃষ্টিভঙ্গি বা ধারণা বা চর্চা এবং সেইসবের ভিত্তিতে পরিচালিত কার্যকলাপ, যেখানে বিশ্বাস করা হয় যে মানুষ অনেকগুলো গোষ্ঠীতে বিভক্ত এবং কোন কোন গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর চেয়ে নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্য উঁচু অথবা নিচু; কিছু জাতি বা গোত্র অন্যদের ওপর কর্তৃত্ব করার অধিকারী; অথবা বেশি যোগ্য কিংবা অযোগ্য, অথবা কোন কোন গোত্র জন্মগতভাবেই শাসন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন, অন্যরা যারা এই গোত্রের অন্তর্ভূক্ত নয় তারা শাসিত হওয়ার বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। বর্ণবাদ কখনো গায়ের চামড়ার রং দিয়ে হতে পারে, কখনো আঞ্চলিকতা দিয়ে হতে পারে, কখনো গোত্র দিয়ে হতে পারে, কখনো বর্ণ (caste) দিয়ে হতে পারে। সাধারণভাবে বলা যায়, কোনো মানুষের অধিকার যদি তার জাতি বা বর্ণ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়, সেটি অন্য কারো জন্য ক্ষতিকর না হলেও তাকে বর্ণবাদ বলা হবে।অনেক সময় এটা এমনও হতে পারে যা পুরো সমাজ কিংবা সংস্থা জুড়ে বিদ্যমান এবং তা কিছু লোকের জন্য অবিরত অন্যায্য সুবিধা দেয় এবং অন্যদিকে কোনো নির্দিষ্ট জাতি বা জাতিগত গোষ্ঠীর ভিত্তিতে অন্যদের প্রতি অন্যায্য বা ক্ষতিকারক আচরণকে সমর্থন করে থাকে।

বর্ণবৈষম্য মানবতাবিবর্জিত এক ঘৃণ্য অপরাধ।ইসলামে বর্ণবাদকে হারাম করা হয়েছে।ইসলাম বরাবরই মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভুলে এক কাতারে সহাবস্থানের আহ্বান জানায়।কোরআন ও হাদিসে অনেক আয়াত আছে যেখানে বর্ণবৈষম্যের ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা করা হয়েছে।ইসলামের ইতিহাসে বর্ণবাদী কোন আচরণ নেই বরং ইসলাম সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে বর্ণবৈষম্য সম্পূর্ণ নির্মূল করে বিশ্ববাসীর সামনে একটি আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র উপস্থাপন করেছে।

প্রেক্ষাপট

বর্ণবাদের উৎপত্তি১৯৩০ সালে। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাতে প্রথম বর্ণবাদ শব্দের উৎপত্তি হয়। নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত চলে শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ ক্ষমতা দখল ও পেশী শক্তির প্রদর্শনী। শেতাঙ্গ শাসিত সরকার আইন করে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসীদের কৃষ্ণাঙ্গ, শ্বেতাঙ্গ, দক্ষিণ এশীয়, বর্ণসংকর ইত্যাদি বর্ণে ভাগ করে। ফলে অধিকাংশ কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যুষিত জনপদ আফ্রিকায় সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠী মূল ধারার সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে।

বর্ণবাদী এ আচরণে মানুষের গায়ের রঙেই বেশি চিহ্নিত হয় এ যুদ্ধ। বর্ণবৈষম্যের কারণেই সাদা-কালো মারা-মারি কিংবা জীবনহানির মতো নিকৃষ্ট ঘটনার জন্ম হয়। যুগে যুগে এ বর্ণবৈষম্যের কারণে প্রাণ দিতে হয়েছেন অনেককে।

জাতি ও বর্ণের ভিন্নতা আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন

আল্লাহ তায়া'লা কোরআনে বলেছেনঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَا لْاَ رْضِ وَا خْتِلَا فُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَ لْوَا نِكُمْ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰ يٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ

"তাঁর নিদর্শনের মধ্যে হল, আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতা। জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই এতে আছে বহু নিদর্শন।"

(QS. Ar-Rum 30: Verse 22)

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মাখলুক বানিয়ে সম্মানিত করেছেন।মানবজাতির সূচনা আদম ও হাওয়া থেকে শুরু করে গোত্র, বর্ণ, শ্রেণী পেশা ও ভাষার বৈচিত্র কালের আবর্তনে তৈরি হয়েছে শুধু পরিচয়ের মাধ্যম হিসেবে।সাদা-কালো ধনী-গরীব বংশীয় উঁচু-নিচু মানুষের সম্মান ইজ্জত বাড়ায়ও না কমায়ও না।আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন জাতি ও গোত্র এজন্যে সৃষ্টি করেনি যে,তারা পরস্পর হানাহানি ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে, একে অপরকে অভিসম্পাত করবে, একে অন্যের উপর গর্ব ও অহমিকা প্রদর্শন করবে।বরং এজন্য সৃষ্টি করেছেন যে মানুষ যেন তার নিদর্শন সমূহ নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে পারে এবং মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَ خْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَا نُهَا ۗ وَمِنَ الْجِبَا لِ جُدَدٌ بِۢيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَا نُهَا وَغَرَا بِيْبُ سُوْدٌ

"তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর আমি তা দিয়ে রং বেরংয়ের ফলমূল উদগত করি। পাহাড়ের মধ্যে আছে বিভিন্ন বর্ণের গিরিপথ- সাদা, লাল আর নিকষ কালো।"

(QS. Fatir 35: Verse 27)

وَمِنَ النَّا سِ وَا لدَّوَآ بِّ وَا لْاَ نْعَا مِ مُخْتَلِفٌ اَ لْوَا نُهٗ كَذٰلِكَ ۗ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَا دِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ

"তেমনিভাবে মানুষ, জীব-জন্তু আর গৃহপালিত পশুদের মধ্যেও রয়েছে তাদের বিভিন্ন রং। আল্লাহর বান্দাহদের মধ্যে তারাই তাঁকে ভয় করে যারা জ্ঞানী। আল্লাহ মহা ক্ষমতাশালী, পরম দয়ালু।"(QS. Fatir 35: Verse 28)

সুতরাং যে ভিন্নতায় মানুষের কোনো হাত নেই, মানুষের কোনো অবদান নেই যে বৈচিত্রে; সে ভিন্নতা বা সে বৈচিত্রের জন্য কোনভাবেই মানুষ দায়ী নয়। এছাড়া হাদিসে এসেছে, 'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের চেহারা-সুরত, ধন-সম্পদের দিকে তাকান না; কিন্তু তিনি তোমাদের কর্ম ও অন্তরের অবস্থা দেখেন।

আল্লাহর নিকট মর্যাদার মাপকাঠি গোত্র আভিজাত্য নয় বরং তাকওয়াঃ

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেনঃ

يٰۤاَ يُّهَا النَّا سُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَا رَفُوْا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَ تْقٰكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

"হে মানুষ! তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই লোকই অধিক সম্মানীয় যে লোক অধিক মুত্তাক্বী। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব খবর রাখেন।"

(QS. Al-Hujurat 49: Verse 13)

বিভিন্ন জাতি, বংশ ও গোত্রের এই বণ্টন কেবল পরস্পর পরিচিতির জন্য। যাতে পরস্পর জ্ঞাতি-বন্ধন বজায় রাখতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে, একে অপরের উপর নিজের আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করবে। যেমন দুর্ভাগ্যবশতঃআজকাল বংশ ও আভিজাত্যকেই শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি বানিয়ে নেওয়া হয়। অথচ ইসলাম এসে এটাকে মিটিয়ে দিয়েছে এবং এটাকে জাহেলী যুগের কর্ম তথা মূর্খতা বলে আখ্যায়িত করেছে।

অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট মর্যাদা ও উৎকৃষ্টতার মাপকাঠি এমন বংশ, গোত্র ও আভিজাত্য নয়, যা গ্রহণ করা কোন মানুষের এখতিয়ারেই নেই, বরং মাপকাঠি হল আল্লাহভীরুতা; যা অবলম্বন করা মানুষের ইচ্ছা ও এখতিয়ারভুক্ত।

আল্লাহর এ বাণীটিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বিভিন্ন বক্তৃতা ও উক্তিতে আরো স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। যেমন-মক্কা বিজয়ের সময় কা'বার তাওয়াফের পর তিনি যে বক্তৃতা করেছিলেন তাতে বলেছিলেনঃ

“সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের দোষ-ত্রুটি ও অহংকার দূর করে দিয়েছেন। হে লোকেরা! সমস্ত মানুষ দু’ ভাগে বিভক্ত। এক, নেককার ও পরহেজগার যারা আল্লাহর দৃষ্টিতে মর্যাদার অধিকারী। দুই, পাপী ও দুরাচার যারা আল্লাহর দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট। অন্যথায় সমস্ত মানুষই আদমের সন্তান। আর আদম মাটির সৃষ্টি।” [তিরমিযী: ৩১৯৩]

ভাষা, ধর্ম বা বর্ণের বিচার-বিবেচনায় কোনো মানুষকে কোনো মানুষর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেনি ইসলাম। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের বিশেষত্ব নির্ণয়ের একমাত্র মূলনীতি হলো— তাকওয়া বা আল্লাহভীতি এবং ধর্ম পালন। বর্ণগত সৌন্দর্য বা জাতি-বংশগত উঁচুতা ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয়।

বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্মান-মর্যাদা পাওয়া বর্ণবাদকে টানেননি বরং মর্যাদার মাপকাঠী কী হবে তা বলেছেন-‘হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহ তাআলার কাছে অধিকতর সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী; যে অধিক তাকওয়া অবলম্বন করে, সব বিষয়ে আল্লাহর কথা অধিক খেয়াল রাখে।

আল্লাহর কাছে রং, বংশ, ভাষা কোনকিছুরই মূল্য নেই তাকওয়া (আল্লাহভীতি, ন্যায়নিষ্ঠা) ছাড়া। একজন কালো দাস বেলাল (রাঃ) ছিল আল্লাহর কাছে অতি প্রিয় তাকওয়ার কারণে। হযরত উমর (রাঃ) ছিলেন টেকো অথচ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ও

আল্লাহর কাছে ছিলেন অতি মর্যাদাবান, আর দীর্ঘাকার সাদ ইবনে মুআয (রাঃ) যার জানাজায় ৭০ হাজার ফেরেশতা অংশগ্রহণ করেন। অথচ অতি সুন্দর আবু লাহাব ছিল অতি ঘৃণিত কারণ তার কর্ম ছিল আল্লাহ ও রাসুল বিরোধী। আজও সালাতে জাত, বর্ণ, পেশা বাদ দিয়ে মুসলিম পরিচয়ে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়। কারো আকার-আকৃতি, গঠন, রং আল্লাহর দান। সে কারণে কাউকে ঘৃণা করা আল্লাহর সৃষ্টিতত্ত্বের ঘৃণা হয়। আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য কাউকে অন্ধ, কাউকে পঙ্গু, কাউকে কালো, কাউকে অতি সুন্দর করেন। এরপরও যার ঈমান ও আমল উত্তম, আল্লাহর কাছে সে অধিক উওম চাই সে কালো,খাটো বা নিম্ন বংশ যাই হোক না কেন সকলেই আল্লাহর কাছে সমান।

ইসলামে অহংকার এক জঘন্যতম পাপ আর অহংকার থেকেই বর্ণবাদের সূচনা

বর্ণবাদ ও জাতিবিদ্বেষের সূচনাই হয় অহংকারের মধ্য দিয়ে। হযরত আদম (আ.) এর প্রতি ইবলিসের বিদ্বেষের সূচনাই হয়েছিলো তার অহংকারের মধ্য দিয়ে। এ কারণেই আল্লাহর দৃষ্টিতে অহংকার জঘন্যতম এক পাপ।

অহংকার থেকেই মূলত একে অপরের প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ ও বর্ণবাদের সৃষ্টি হয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعۡلَمُ مَا يُسِرُّوۡنَ وَمَا يُعۡلِنُوۡنَ ‌ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الۡمُسۡتَكۡبِرِيۡنَ

"এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ জানেন যা তারা গোপন করে আর যা প্রকাশ করে, তিনি অহঙ্কারীদেরকে ভালবাসেন না।"(QS. An-Nahl 16: Verse 23)

এবং রাসুল (সা.) বলেন, যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না (মুসলিম শরীফ)।

একারণে ইসলামে বর্ণবাদী আচরণের কোন স্থান নেই। সাদা-কালোয়, ধনী- গরিবে, উঁচু-নিচুতে এবং বংশ-জাতির বিবেচনায় কোনো তারতম্য কিংবা শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্টের পার্থক্য করেনি ইসলাম এবং এগুলোকে ভালো-মন্দের কোনো মানদন্ড হিসেবেও নির্ধারণ করেনি। জাতির ভিন্নতা চিন্তার বিষয়বস্তু

মানুষে মানুষে বিভিন্ন জাতিগত ভিন্নতা মূলত মানুষের জন্য চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার বিষয়বস্তু। এটি কখনোই অহংকার ও বৈষম্যের উৎস হতে পারে না।

বিশ্ববাসীকে আজ এমন এক শিক্ষা নিতে হবে, যাতে করে দুনিয়ায় আর বর্ণবাদ নামের কোনো কিছুর অস্তিত্ব না থাকে।আর এক্ষেত্রে ইসলামের উত্তম শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ।ইসলামই একমাত্র সমাধান।কারণ ইসলামের কোনো বিধানই বর্ণবাদের দায়ে দুষ্ট নয়।

কোরআনে আছে,

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ

অর্থ: সে (ইবলিস) বলল, আমি তার চেয়ে উত্তম আপনি আমাকে আগুনের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা। (সূরা সোয়াদ, আয়াত: ৭৬)

মানব সৃষ্টির সূচনাতেই বর্ণবাদী এই উক্তির মধ্য দিয়েই মানুষের বিরুদ্ধে নিজের জাতিগত বিদ্বেষ প্রকাশ করে ইবলিস। প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ.) কে সৃষ্টির পর তাকে সেজদা করার জন্য আল্লাহ সবাইকে নির্দেশ দেন। কিন্তু নিজের বর্ণবাদী মনোভাব ও জাতিগত বিদ্বেষ থেকে এই নির্দেশ মানতে অস্বীকার করে আল্লাহর বন্দেগীর মাধ্যমে সে সময়ে ফেরেশতাদের শিক্ষক হয়ে ওঠা ইবলিস। আল্লাহর আদেশ মানতে অবাধ্য হওয়ায় উচ্চ মর্যাদার জায়গা থেকে ছুঁড়ে ফেলে আল্লাহ তাকে চিরতরে অভিশপ্ত শয়তানে রূপান্তরিত করেছেন।

আদম (আ.) ও ইবলিসের এ ঘটনা থেকে আমরা বর্ণবাদের ভয়াবহ ফলাফলের বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারি। ইবলিস তার বর্ণবাদী মনোভাবের কারণে আল্লাহর আদেশ মানতে অস্বীকার করে এবং শেষ পর্যন্ত নিজের ঠিকানা চিরতরে জাহান্নামে করে নেয়। বর্ণবাদ শুধু যে বর্ণবাদী মনোভাবের মানুষের ক্ষতি করে তা নয়, একইসঙ্গে তা বর্ণবাদের শিকার মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বর্ণবাদের ফলে একজন মানুষ অন্য একজন মানুষকে শুধু তার নায্য অধিকার থেকে বঞ্চিতই করে না, বরং তাকে অপমান, নির্যাতন এমনকি খুনও করে ফেলে।

বর্ণবাদ একজন মানুষের প্রতি অন্যায্য-অন্যায় আচরণ করে আর ইসলামে অন্যায়-অবিচার হারাম করা হয়েছেঃ

বর্ণবাদে বিভিন্ন মাপকাঠির ভিত্তিতেই মানুষে মানুষে উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট ভাগ করা হয়। ধন-সম্পদ, বংশ পরিচয়, বর্ণ, দেশ, জাতি, রাজনীতি, ধর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন মাপকাঠি দিয়ে একজন নিজেকে উন্নত এবং অপরকে হীন বিবেচনা করে। ইতিহাসের বিভিন্ন ধাপে এই কুৎসিৎ অনুশীলন মানব সমাজে বঞ্চনা, শোষণ ও দাসত্ব তৈরি করেছে।

মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্মান পবিত্র।রাসূল (সা.) এর বিদায় হজ্বের ভাষণে অপর যে বিষয়টি ছিলো, যে সব মানুষের জীবন, সম্পদ এবং সম্মান সবসময়ের জন্য পবিত্র। এতে কখনোই আঘাত করা যাবে না।

হযরত আবু যর আল-গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে কুদসিতে বলা হয়েছে, রাসূল (সা.) বলেছেন,

“আল্লাহ বলেন,

“হে আমার বান্দারা, আমি আমার জন্য অন্যায়-অবিচার করা হারাম করেছি এবং তোমাদের জন্যও তা হারাম করছি।একে অন্যের ওপর অন্যায়-অবিচার করো না।” (মুসলিম)

এবং সূরা ইসরার ৭০ নং আয়াতে আল্লাহ তায়া’লা বলেছেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَا لْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا

"আমি আদাম সন্তানকে সম্মানিত করেছি, তাদের জন্য জলে স্থলে যানবাহনের ব্যবস্থা করেছি, তাদেরকে পবিত্র রিযক দিয়েছি আর আমি তাদেরকে আমার অধিকাংশ সৃষ্টির উপর মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।"(QS. Al-Isra' 17: Verse 70)

সূরা মায়েদার ৪২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন,

وَاِ نْ حَكَمْتَ فَا حْكُمْ بَيْنَهُمْ بِا لْقِسْطِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

যদি বিচার ফায়সালা কর তাহলে ইনসাফের সাথে তাদের বিচার ফায়সালা কর, আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন।"(QS. Al-Ma'idah 5: Verse 42)

একজন নিরহংকারী, ন্যায়-নিষ্ঠাবান,পরোপকারী,তাকওয়াবান মুমিনকে আল্লাহতায়ালা ভালোবাসেন।সমাজের মানুষও তাদের ভালোবাসেন।

বর্ণবিদ্বেষী মনোভাব কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়।এটা একটা বিকৃত মানুষিকতা।এ বিষয়সমূহের যথার্থ উপলব্ধি বর্ণবাদ ও জাতিবিদ্বেষের আক্রান্ত হৃদয়কে সুস্থ করতে পারে।এবং সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে বর্ণবৈষম্যের বিষকে চিরতরে উৎখাত করতে পারে।

ন্যায়পরায়ণতা ও সাম্যের আদর্শ ইসলামকে বর্ণবৈষম্য থেকে দূরে রেখেছেঃ

ইসলাম সকল প্রকার বর্ণ, শ্রেণী-বৈষম্য নির্মূল করেছে মৌলিকভাবে তিন দিক থেকে।

১. সমাজে ন্যায়পরায়ণতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

২. মানুষকে মুক্তি ও স্বাধীনতা প্রদানের মাধ্যমে।

৩. ভিন্ন ধর্মালম্বীদের প্রতি উদারতা ও নাগরিক সাম্যপূর্ণ জীবন যাপনের অধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে।

ন্যায়পরায়ণতা ও সাম্যের বাণী আমরা শুনতে পাই কোরআনের উচ্চারণে।

সূরা ইসরার ৭০ নং আয়াতে বলেছেন,

"আর অবশ্যই আমি আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সাগরে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; এবং তাদেরকে উত্তম রিযক দান করেছি আর আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"

সূরা মায়েদার ৪২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, "তুমি যখন মানুষের মাঝে ফায়সালা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ন্যায়বানদের ভালবাসেন।"

হাদিসে আল্লাহর নবী সা. বলেছেন,

"হে লোকসকল! তোমাদের প্রতিপালক একজন। পিতাও একজন। তোমরা প্রত্যেকেই এসেছ আদম থেকে। আর আদম এসেছেন মাটি থেকে। আরবের উপর অনারবের, অনারবের উপর আরবের, শেতাঙ্গ মানুষের উপর কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের, কৃষ্ণাঙ্গের উপর শেতাঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তবে শ্রেষ্ঠত্ব হবে কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতে।

হাদিসে আরো এসেছে,

“তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়ে গেছে তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। কারণ, তাদের মাঝে কোন সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করলে তারা এর কোন বিচার করত না। দুর্বল লোকেরা চুরি করলে শাস্তি দেয়া হত। আল্লাহর কসম করে বলছি, যদি মুহাম্মদের মেয়ে ফাতেমাও চুরি করত, তাহলে আমি তার হাত কেটে দিতাম।”

ভিন্ন ধর্মাবলম্বিদের মাঝেও বিস্তৃত ছিল নবীজির এই ন্যায়পরায়ণতা ও সাম্যের আদর্শ। নবীজি বলেছেন,

“যে ব্যক্তি কোন জিম্মীকে পাথর ছুঁড়ে মারবে তাকে কেয়ামতের দিন আগুনের বিছানায় শুইয়ে পাথর নিক্ষেপ করা হবে।”

তিনি আরো বলেছেন,

“যে ব্যক্তি কোন সন্ধিকৃত কাফেরের সাথে অত্যাচারমূলক আচরণ করবে, বা তার অধিকার নষ্ট করবে, অথবা তার সাধ্যের চেয়ে বেশি দায়িত্ব চাপাবে, কিংবা তার সন্তুষ্টি ছাড়া তার কোন জিনিস নিবে, কেয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে বিচারের দাবিদার হব আমি।”

ন্যায়পরায়ণতা ও সাম্যের পাঠ ছাড়াও ইসলামের স্বাধীনতা মানুষকে বর্ণবৈষম্যের আপদ থেকে দূরে রেখেছে। ইসলাম মানুষকে দিয়েছে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা।ইসলাম কাউকে নির্দিষ্ট কারো হাতে বায়াত গ্রহণের জন্য জোর জবরদস্তি অথবা বাধ্য করে না। বরং এক্ষেত্রে সবাইকে স্বাধীন ইচ্ছাধিকার দেওয়া হয়েছ।এমনকি খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতিতে ও সবাইকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। খলিফা নির্বাচনের পরপর একনায়কত্ব পেয়ে যাবে এবং ত্রাষের রাজত্ব কায়েম করবে সেটার কোন অবকাশ ইসলামে নেই। খলিফা নির্বাচিত হওয়া মানে এই নয় যে,সে পুরো উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বরং এর অর্থ হল তারা কিছু ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাদের জাতির কাছে জবাবদিহিতার অবকাশ রয়েছে।

এজন্যই আবু বকর রা. দায়িত্ব গ্রহণ করার পর বলেছিলেন,

“হে লোকসকল ! আমাকে কেবল তোমাদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আমি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর নই। যদি তোমরা আমায় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাও, তাহলে আমাকে সাহায্য করবে। আর যদি দেখ, ভিত্তিহীন মিথ্যার উপর দাঁড়িয়ে আছি আমি, তাহলে আমাকে তোমরা সঠিক পথ চিনিয়ে দিবে। যেসব বিষয়ে আমি আল্লাহর আনুগত্য করছি, তোমরাও সেসব বিষয়ে আমার আনুগত্য করো। আমি যে ক্ষেত্রে আমি আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত, সেক্ষেত্রে কোন আনুগত্য চলবে না।”

ইসলাম ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে দিয়েছে নিজ ধর্ম পালন করবার অধিকার।
সূরা বাকারার ২৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন,
“ধর্মের ক্ষেত্রে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ভ্রষ্টতা থেকে সঠিক পথ সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।”
উমর রা. বলেছেন, “ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না। কোন ক্ষয়-ক্ষতি করা যাবে না তাদের।”

অমুসলিমদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে কোরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ, সূরা মুমতাহিনার ৮ নং আয়াতে আছে,

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَا تِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَا رِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَ تُقْسِطُوْۤا اِلَيْهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

"দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি, আর তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের ক’রে দেয়নি তাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করতে আর ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ করতে আল্লাহ নিষেধ করেন নি। আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন।"
(QS. Al-Mumtahanah 60: Verse 8)

ইসলামে বর্ণবাদী শ্রেষ্ঠত্বের কোন অবকাশ নেই। আল্লাহর রাসূল কোন নির্দিষ্ট নৃতাত্ত্বিক জাতি গোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত নবী নন। সকল মানুষের কাছেই প্রেরিত হয়েছেন তিনি।
সূরা বাকারায় আছে,
“হে মানুষসকল! আমি তোমাদের সকলের কাছে প্রেরিত আল্লাহর রাসূল।” এখানে কোন নির্দিষ্ট রক্ত, ভূমি সীমানা অথবা বর্ণবিভেদের উল্লেখ নেই।
আল্লাহর নবী বলেছেন, “বুইসতু ইলান না-সি কা-ফফাহ, আল-আহমার ওয়াল আসওয়াদ” (কৃষ্ণাঙ্গ শেতাঙ্গ, সকল মানুষের কাছেই আমি প্রেরিত হয়েছি)।
নবীজি আরো বলেছেন, “যে গোত্রবাদের দিকে আহ্বান করবে সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়। আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয় সে, যে গোত্রবাদের পক্ষে লড়াই করে।”
তো আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্ণবাদ ও বিদ্বেষকে ইসলাম নাকচ করে দিয়েছে।

হাবশি ক্রিতদাসও নেতা হতে পারবে

ইসলাম এমন এক জীবনব্যাবস্থা যেখানে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য নেতা নির্বাচন করা হয় ইমান,আখলাক,তাকওয়া ও যোগ্যতার ভিত্তিতে।বাহ্যিক অবয়ব সেখানে কোন বিষয়ই না।একজন ন্যায়পরায়ণ যোগ্যতাসম্পন্ন শাসক দেখতে যেমনই হোক তাকে নেতা হিসেবে নির্বাচন করার এবং তার পরিপূর্ণ আনুগত্য করার কথা হযরত মোহাম্মদ সঃ এর অনেক হাদিসে বিভিন্ন রেওয়াআতে বর্ণিত হয়েছে।এ সম্পর্কিত হাদিসগুলো নিম্নরূপ -

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

পর্ব-১৮ঃ প্রশাসন ও বিচারকার্য

পরিচ্ছেদঃ প্রথম অনুচ্ছেদ

৩৬৬৩-(৩) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা শুনো এবং আনুগত্য করো, যদিও তোমাদের ওপর হাবশী গোলাম শাসক নিযুক্ত করা হয়, যার মাথা কিসমিসের ন্যায়। (বুখারী)(1)

(1) সহীহ : বুখারী ৭১৪২, ইবনু মাজাহ ২৮৬০, আহমাদ ১২১২৬, সহীহ আল জামি‘ ৯৮৫।

হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)

বর্ণনাকারীঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)

সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

৮২/ আহকাম

পরিচ্ছেদঃ ৩০০৮. ইমামের আনুগত্য ও মান্যতা, যতক্ষন তা নাফরমানীর কাজ না হয়

৬৬৫৭। মুসাদ্দাদ (রহঃ) ... আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যদি তোমাদের উপর এরূপ কোন হাবশী দাসকেও শাসক নিযুক্ত করা হয়, যার মাথাটি কিশমিশের ন্যায় তবুও তার কথা শোন ও তার আনুগত্য কর।

হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)

বর্ণনাকারীঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)

হাদীস সম্ভার

১৮/ শাসন

পরিচ্ছেদঃ বৈধ কাজে শাসকবৃন্দের আনুগত্য করা ওয়াজিব এবং অবৈধ কাজে তাদের আনুগত্য করা হারাম

(১৮২৮) আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (শাসকদের) কথা শোনো এবং (তাদের) আনুগত্য কর; যদিও তোমাদের উপর কোন নিগ্রো ক্রীতদাসকে (নেতা) নিযুক্ত করা হয়; যেন তার মাথাটা কিশমিশ। (অর্থাৎ, কিশমিশের ন্যায় ক্ষুদ্র ও বিশ্রী তবুও)!

(বুখারী ৬৯৩, ৬৯৬, ৭১৪২)

হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)

বর্ণনাকারীঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)

রিয়াযুস স্বা-লিহীন (রিয়াদুস সালেহীন)

বিবিধ

পরিচ্ছেদঃ ৮০: বৈধ কাজে শাসকবৃন্দের আনুগত্য করা ওয়াজিব এবং অবৈধ কাজে তাদের আনুগত্য করা হারাম

৪/৬৭১। আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "(শাসকদের) কথা শোনো এবং (তাদের) আনুগত্য কর; যদিও তোমাদের উপর কোন নিগ্রো ক্রীতদাসকে (নেতা) নিযুক্ত করা হয়; যেন তার মাথাটা কিশমিশ। (অর্থাৎ কিশমিশের ন্যায় ক্ষুদ্র ও বিশ্রী তবুও)!" (বুখারী) [1]

[1] সহীহুল বুখারী ৬৯৩, ৬৯৬, ৭১৪২, ইবনু মাজাহ ২৮৬০, আহমাদ ১১৭২৬, ১২৩৪১

হাদিসের মানঃ সহিহ

ইসলামে যদি বর্ণবাদী আচরণ থাকতো তাহলে বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ সঃ নেতা হিসেবে একজন হাবশি ক্রিতদাসের আনুগত্য সকলের ওপর ওয়াজিব করতেন না।যত সম্ভান্ত গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকই হোক না কেন একজন হাবশি ক্রিতদাসকেও যদি শাসক নিযুক্ত করা হয় সকলের ওপর তার আনুগত্য করা ওয়াজিব।এটাই ইসলামের শিক্ষা।এখানেই ইসলামের সৌন্দর্য।

বিশিষ্ট সাহাবি হযরত বিলাল (রঃ) ছিলেন একজন হাবশি ক্রিতদাস

হাবশি ক্রীতদাস হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন।তিনি ছিলেন একজন সম্মানিত সাহাবি।

তার সম্পর্কে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) বলেছিলেন,

আমি জান্নাতে বিলালের পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়েছি।এ কালো বর্ণের সাহাবিকে দেয়া হয়েছিল নেতার মর্যাদা। তার সম্পর্কে এক ঘটনা-একবার বিশিষ্ট সাহাবি আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু তর্কের এক পর্যায়ে হজরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলে বসলেন- 'কালো মায়ের সন্তান'। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা শুনে বিরক্ত হন।

তিনি তখন আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন,

'তুমি এমন ব্যক্তি, যার মধ্যে এখনো জাহেলিয়াতের চিহ্ন রয়েছে।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছোট্ট একটি মন্তব্যের কারণে হজরত আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বক্তব্যকে 'জাহেলিয়াত'-এর সাথে তুলনা করেছেন। শুধু তা-ই নয়, কৃষ্ণাঙ্গ কৃতদাস হজরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনায় হিজরতের পর মসজিদে নববিতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নামাজের আজান দেয়ার জন্য মুয়াজ্জিন হিসেবে নিযুক্ত করেন।

মক্কা বিজয়ের দিন রাসুলের (সা.) নির্দেশ মেনে বায়তুল্লাহর ছাদে উঠে হজরত বিলাল যখন আজান দিতে শুরু করলেন, মক্কাবাসী মোশরেকরা তখন লজ্জায় ক্ষোভে ফেটে পড়ছিল। তারা বলছিল, 'মুহাম্মদ কি এ কৃষ্ণাঙ্গ কাক ছাড়া আর কাউকে আজান দেয়ার মতো পেল না?'

মানবতার নবী সেদিন দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন, 'মানুষ হিসেবে সবাই সমান। বর্ণের ভিত্তিতে নয়, শুধু তাকওয়া বা আল্লাহভীতির বিচারেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত হয়।'(দালায়িলুন নুবুওয়াহ; বায়হাকি : ৫/৭৮)। কৃষাঙ্গ মানব হজরত বিলালকে (রা.) ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন ঘোষণা করার মাধ্যমে সমাজ থেকে বর্ণবাদের বীজ উপড়ে ফেলেছিলেন রাসুল (সা.)।

এখানে শেষ নয় তার বর্ণবাদহীন মিশন। কালো বর্ণের একজন নারী মসজিদে নববিতে ঝাড়ু দিতেন। পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করতেন তিনি। কৃষাঙ্গ সেই নারীর ইনতিকাল

হলে সাহাবাগণ গুরুত্বপূর্ণ নয় ভেবে তার মৃত্যুর খবর রাসুলকে (সা.) জানালেন না। কিছুদিন পর রাসুল (সা.) সেই নারীর খোঁজ নিয়ে জানলেন তিনি ইনতিকাল করেছেন। রাসুল (সা.) সাহাবাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা আমাকে কেন জানালে না এই খবর?' এরপর সরাসরি তিনি তখন সেই নারীর কবরে গেলেন এবং নিয়ম ভেঙ্গে সেই নারীর কবরের পাশে পুনরায় জানাজার নামাজ আদায় করলেন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বললেন, 'যে কোনো মুসলমান মারা গেলে তোমরা অবশ্যই আমাকে জানাবে।' (সহিহ ইবনে খুজায়মা, হাদিস নং- ১২৯৯)

অসংখ্য হাদিসে রাসূল (সঃ)-এর এমন বর্ণবৈষম্যহীন শিক্ষা তার উম্মতের জন্য আদর্শ।পুরো বিশ্ব জুড়ে বর্ণবাদী আচরণের বিষাক্ত ছোবল থেকে মানুষকে বাচানোর জন্য,পৃথিবী থেকে বর্ণবাদকে সমূলে বিনষ্ট করার জন্য দলে দলে সবাইকে ইসলামের আদর্শে উজ্জীবিত হওয়ার কোন বিকল্প নেয়।

ইসলাম কি দাসপ্রথার প্রবর্তক বা ইসলামের সাথে দাস প্রথার সম্পর্ক কি?

দাসপ্রথা ইসলাম প্রবর্তিত কোন ব্যবস্থা নয়।আজ থেকে পোনে ১৪০০ বছর আগের code of Hammorabi- তেও ব্যবলনিয় দাস প্রথার অস্তিত্ব পাওয়া যায়।দাস প্রথা নিয়ে প্রাচীনকাল থেকেই চলছে বিতর্ক।পূর্বের প্রাচ্যবিদ বর্তমানে খ্রিস্টান মিশনারি ও নাস্তিক মুক্তমনা এবং কমিউনিস্টদের ইসলামকে আঘাত করার অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে দাসপ্রথার সাথে ইসলামের সম্পর্ক।তারা তাদের যুক্তি তর্ক ও লেখনির মাধ্যমে বোঝাতে চায় যে এই সামাজিক ব্যাধির জন্য ইসলামই দায়ী বা তাদের বলার ভঙ্গিটা এমন থাকে যে ইসলামই দাস প্রথার জন্ম দিয়েছে।তারা তাদের কথার মাধ্যমে মানুষের মনে সন্দেহের বীজ বুনে দিতে চায় যেন মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে সন্ধিহান করা যায়। অথচ কুরআন কারীমে দাসদের সাথে কেমন আচরন করা হবে তার আলোচনা আছে কিন্তু কোথাও দাস বানানোর বিষয় উল্লেখ নেই।তবে যেহেতু সরাসরি কুরআনে দাস বানানোর ব্যাপারে ইতিবাচক বা নেতিবাচক আয়াত নেই তাই একে সরাসরি নিষেধ করার কোনো উপায় নেই।

ইসলাম পূর্ব সময়ে যে যে উপায়ে দাস বানানো যেত ইসলাম সেই সকল পথ বন্ধ করে দিয়েছে শুধুমাত্র একটি বাদে তা হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যুদ্ধবন্দিদের দাস

বানানো। অর্থাৎ যুদ্ধবন্দী ছাড়া ইসলামে দাস বানানোর আর কোনো উপায় বাকী নেই। তবে তাও বেশ শর্তসাপেক্ষে।

অন্যদিকে,প্রাচীন গ্রিসের দাস প্রথার পাশবীকতার বর্ণনা দেওয়া আসলেই কঠিন।তারা সারা বছরই ধনসম্পদের লোভে যুদ্ধে লেগে থাকতো আর যুদ্ধে জয়ী হলে নারী-পুরুষ সবাইকে দাস বানিয়ে পশুর মত খাটাতো।তাদের জীবনে অন্যতম ভোগ ছিল দাসী নারীদের ভোগ্যপণ্যের মত ব্যবহার করা।মূলত তাদের ইতিহাসে দাসদাসীদের মানবিক অধিকার বলতে কিছুই ছিলনা।

কাজেই যুদ্ধবন্ধীদের দাস বানানো একটি প্রচলিত পন্থা ছিল যা ইসলামের কোন বাধ্যতামূলক বা অপরিহার্য নির্দেশ তো নয়ই,কোন অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়ও নয় বরং অনেকগুলো অনুমোদিত পন্থার একটি মাত্র।

দাসপ্রথার বৈধতার মাধ্যমে ইসলাম কি বর্ণ বৈষম্য করে?

ইসলাম দাসপ্রথার বৈধতার পাশাপাশি দাসদাসীদের যথাযথ অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করেছে।যার কারণে ইসলামে বর্ণবাদী কোন আচরণের সুযোগই নেই।

ইসলামে দাস/দাসীর অধিকার ও মর্যাদা-

১. ভাতৃত্বের মর্যাদা

ইসলাম দাসদের ভাইয়ের মর্যাদায় উন্নীত করেছে (দ্রষ্টব্য: হাদিস-২]

২. নেতৃত্বের অধিকার:

ইসলামে দাসও আমীর হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে তাকে মান্য করা সকলের জন্য জরুরি। (দ্রষ্টব্যঃ সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর ৭২২৯; ইংরেজি অনুবাদঃ ভলি ৬, বুক ৮৯)

৩. অন্ন-বস্ত্রের সমানাধিকার:

৩.১ মুনিব যা খাবে দাসকেও তাই খাওয়াতে হবে। [দ্রষ্টব্য: হাদিস-২]

০.২ মুনিব যা পরবে দাসকেও তা-ই পরাতে হবে। [দ্রষ্টব্য: হাদিস-২]

৪. কাজ-কর্মে সহানুভূতি লাভের অধিকার:

৪.১ দাসের ওপর তার সামর্থের অতিরিক্ত কোন কাজের বোঝা চাপানো যাবে না। [দ্রষ্টব্য: হাদিস-২]

৪.২. দাসের ওপর অতিরিক্ত কোন কাজের বোঝা দিতে হলে নিজেকেও তাতে সাহায্য করতে
হবে (দ্রষ্টব্য: হাদিস-২)

৫. সম্মান লাভের অধিকার:

৫.১ দাস-দাসীদের আমার বান্দা/দাস' 'আমার বান্দি/দাসী' বলা যাবে না, বলতে হবে 'আমার বালক', আমার বালিকা। [দ্রষ্টব্য: হাদিস-৩]

৫.২ দাস-দাসীদের চপেটাঘাত পর্যন্ত করা যাবে না। তাদেরকে চপেটাঘাত করা হলে এর শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে মুক্ত করে দিতে হবে (দ্রষ্টব্য: হাদিস-৬)

৫.০ দাস-দাসীদের ওপর কোন অপবাদ আরোপ করা যাবে না। [দ্রষ্টব্য: হাদিস-৫)

৬. ধর্মীয় মর্যাদা:

ইসলামে একজন দাসের ধর্মীয় মর্যাদা একজন স্বাধীন মুসলিমের চেয়ে কোন অংশে কম নয় বরং বেশি। কেননা, যদি কোন দাস তার মালিকের প্রতি সৎ এবং বিশ্বস্ত থাকে এবং তার প্রভুর (আল্লাহর) ইবাদতও যথাযথভাবে করে তবে সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। দ্রষ্টব্য: সহিহ বুখারি, ইংরেজি অনুবাদ ভলি ৩, বুক ৪৬, গম্বর ৭২২

৭. ন্যায়বিচার লাভের অধিকার:

ইসলাম ক্রীতদাসের ন্যায়বিচার লাভের অধিকারকে নিশ্চিত করে। বিশ্বে যেখানে দাসদের ওপর চলছিল ইচ্ছামত অত্যাচার, নিপীড়ণ; দাসদের হত্যা করাও যখন ছিল আইনসিদ্ধ, সেই সময় ইসলাম ঘোষণা করে কঠোরতম সতর্কবাণী, কেউ কোন ক্রীতদাসকে হত্যা করলে তাকেও হত্যা করা হবে, কেউ কোন ক্রীতদাসের অঙ্গহানি ঘটালে তাকেও অঙ্গহানি ঘটানো হবে। দ্রষ্টব্য: হাদিস-৪

৮. জৈবিক চাহিদা পূরণের অধিকার:

ইসলাম দাস-দাসীদের জৈবিক চাহিদা পূরণের অধিকার নিশ্চিত করেছে এবং নিজের দাস
দাসীদের বিবাহ দিয়ে দেওয়াকে মুনিবের অন্য দায়িত্ব হিসেবে নির্ধারণ করেছে। [দ্রষ্টব্য: আল
কুরআন ২৪:০২]

৯. পবিত্র জীবন যাপনের অধিকার:

ইসলামে দাসীদের পতিতাবৃত্তিতে নিযুক্ত করা কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।
তোমাদের দাসীরা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না। (আল কুরআন ২৪:০৩, প্রাসঙ্গিক অংশ)

১০. বিবাহের ক্ষেত্রে মতামত প্রদানের অধিকার:

কোন মুনিব তার ক্রীতদাসির সাথে আলোচনা না করে তাদেরকে কারো সাথে বিবাহ দেয়া যাবে না। (দ্রষ্টব্য: বুখারি, হাদিস নম্বর ৭০৫৮, ইংরেজি অনুবাদ: ডলি ৯, বুক ৮৬)
১১. ক্রীতদাসি এবং তার শিশুর একত্রিত থাকার অধিকার:

কোন ক্রীতদাসিকে ভিন্ন কোথাও বিক্রি করে তার থেকে তার শিশুকে বিচ্ছিন্ন করার কোন অনুমতি ইসলামে নেই, এবং এই ধরণের বেচাকেনা নিষিদ্ধ। (দ্রষ্টব্য: সুনান আবু দাউদ, ইংরেজি অনুবাদ বুক ১৪, নম্বর ২৬৯০)

দাসপ্রথা কেন ইসলামে হারাম বা রহিত করা হয়নি?

ইসলাম একটি বাস্তব ধর্ম। একগালে চড় খেলে আরেক গাল পেতে দেবার ধর্ম ইসলাম নয়। ইসলামে যুদ্ধবন্দিদের ক্রীতদাস/ক্রীতদাসি বানানো কোন জরুরী বিষয় না হলেও যুদ্ধবন্দিদের ক্রীতদাস/ক্রীতদাসি বানানো তখনকার সময়ে একটি প্রচলিত নিয়ম ছিল। যুদ্ধে মুসলিমরা অমুসলিমদের হাতে বন্দি হলে তাদেরও একই পরিণতি বরণ করতে হতো। যতদিন পর্যন্ত মুসলিস যুদ্ধবন্দিদের ক্রীতদাস/ক্রীতদাসি হবার সম্ভাবনা দূর না হয়, ততদিন পর্যন্ত মুসলিমদের জন্য অমুসলিম যুদ্ধবন্দিদের ক্রীতদাস/ক্রীতদাসি বানানোর সমঅধিকার থেকে বঞ্চিত করে নিজ অনুসারীদের নিশ্চিত বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দেবার মতো আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত ইসলাম কিছুতেই নিতে পারে না।মুক্তিপণ বা বন্দিবিনিময়ের মাধ্যমে মুক্তকরণের পরও যে বিপুল সংখ্যক যুদ্ধবন্দি রয়ে যেত, তাদের নিঃশর্তভাবে মুক্ত করে দেওয়া ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য যেমন হুমকিস্বরূপ ছিল, তেমনি কারাবন্দি করে রাখাও ছিল ব্যয়বহুল ও অর্থনীতির ওপর অতিরিক্ত চাপস্বরূপ। সহজ পন্থা ছিল প্রচলিত নিয়মে ক্রীতদাস/ক্রীতদাসি হিসেবে তাদেরকে বিভিন্ন পরিবারের সধ্যে বণ্টন করে দেওয়া।

যুদ্ধবন্দিদের ক্রীতদাস/ক্রীতদাসি হিসেবে বিভিন্ন পরিবারে বন্টন করে দেবার ফলে একদিকে যেমন সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় থাকতো, অন্যদিকে মুনিবের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ করে ক্রীতদাস/ক্রীতদাসি নিজেদের মুক্ত করার সুযোগও পেত। অন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে খুব কাছে থেকে ইসলামকে পর্যবেক্ষণ করে ইসলামে দাখিল হবার একটি সুযোগও তাদের সামনে খোলা থাকতো।
ইসলামের প্রাথমিক যুগে দাস-দাসী রাখা বা থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার ছিলো বলা যেতে পারে সেই সময়কার সভ্যতার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলো। এটি এমন এক ব্যাপার ছিলো যা কেউই অপছন্দ করতো না বা একে পরিবর্তনের চিন্তাও করত না।

সেইসময়ে তা একেবারে অস্থি- মজ্জাগত বিষয় যাকে একেবারে উচ্ছেদ করা সম্ভব ছিলো না। এই কারনে অনেকে অভিযোগ করেন যে কেন ইসলাম দাসপ্রথাকে একেবারে গোড়া থেকেই উচ্ছেদ করে দেয়নি যেখানে মদ খাওয়াকে ধীরে ধীরে হারাম করা হয়েছে দাসপ্রথাকে কেন একেবারে হারাম করে দেওয়া হয়নি।

সেইসময়ে আরবের লোকেরা ছিলো মদের জন্য পাগলপ্রায়। তবে মদ যতটা তাদের সংস্কৃতির অংশ ছিলো তার তুলনায় দাস ব্যবস্থার প্রভাব ও প্রসার ছিলো আরো অনেক বেশি সুদুরপ্রসারী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক অনেকদিক থেকেই দাসপ্রথার প্রভাব বিদ্যমান ছিলো।

দাসত্বের এই পথ বন্ধ করার উপায়

ইসলামের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো প্রতিটি মানুষ হোক সে ধনী বা গরীব, বড় বা ছোট, স্বাধীন বা পরাধীন যে পর্যায়েরই হোক না কেন সকলকে সকল প্রকার মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর দাসত্বমনা করতে পারা। সকল প্রকার গোলামির পিঞ্জর থেকে বের করে এসে তাওহীদ ও ইসলামের ছায়াতলে এনে আল্লাহর দাস হিসেবে নিজেকে চিনতে পারাই দাসত্ব থেকে মুক্তির প্রথম উপায়।

তবে ইসলাম প্রথমেই যেই জিনিসের শিক্ষা দিলো তা হল সকলেই আল্লাহর বান্দা।কারো উপর কারো কোনো প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব নেই শুধুমাত্র ঈমান ও তাকওয়া ছাড়া।এই এক শিক্ষা এতদিনের দাসত্বের শক্ত খাচা থেকে মুক্তি দিলো। তাই তো নিগ্রো সম্মানিত সাহাবী বিলাল ইবন রাবাহ (রাদি) ও ইসলামের তাওহীদের মৃত্যু পেয়ে হয়ে গেলেন মুক্ত। পৃথিবীর কোনো শক্তিই তাকে আর আল্লাহর দাস হতে বাধা দিতে পারেনি। মরুভূমির উত্তপ্ত বালুতে চিত করে শুইয়ে বুকে পাথর রেখে দিলেও কখানো আহাদ। আহাদ।। বলতে ভুল হয়নি কেননা ইসলাম তাকে সত্যিকারে মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করিয়েছে এখন আর তিনি আল্লাহ ছাড়া কারো গোলাম নন। এই বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেননা ভেজাল মুক্তমনারা কখনোই সত্যিকার মুক্তমনের স্বাদ আস্বাদন করতে সক্ষম নয়।

তাই ইসলাম দাসব্যবস্থাকে একেবারে উৎখাত না করে বরং কিছু অভূতপূর্ব বাস্তবমুখী কায়দায় দাসদের মুক্ত করার জন্য উৎসাহ যা কখনো আবশ্যক করেছে সাথে সাথে

দাস বানানোর সকল প্রথাকে বন্ধ করে দিয়ে শুধুমাত্র একটি উপায়কে উন্মুক্ত রেখেছে। তবে ক্রীতদাস প্রথার এই উন্মুক্ত দ্বার বন্ধ করার চাবি অমুসলিমদের হাতেই রয়েছে। অমুসলিমরা মুসলিমদের সাথে মুসলিম যুদ্ধবন্দিদের ক্রীতদাস/ক্রীতদাসি না বানানোর চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ক্রীতদাস প্রথার এই উন্মুক্ত পথটি চিরতরে বন্ধ করে দিতে পারে।

উপসংহার

সর্বোপরি,মহান আল্লাহ তায়া'লার নির্দেশিত ইবাদতগুলোর দিকে দেখা যাক-
ইসলামের যাকাতব্যবস্থা- তাও মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য রোধ করার জন্য। জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায় করার নির্দেশ- তাও ধনী-গরিব, বাদশাহ-গোলাম, কর্মকর্তা-কর্মচারীর বৈষম্য ঘুচিয়ে আনার জন্য। সাম্য ও ঐক্যের ধারণাকে সামনে রেখেই সবাইকে কেবলামুখী হয়ে নামাজ ও কাবায় গিয়ে একই পোশাকে হজ আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইসলামের ঈদ ও কোরবানি প্রথা- এ তো সাম্যেরই জয়ধ্বনি। ইসলাম মতে, সব মানুষ এক পিতার সন্তান। তাই ভাইয়ে ভাইয়ে বৈষম্য থাকতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَا تَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَا لْاَ رْحَا مَ ۗ اِنَّ اللهَ كَا نَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

"হে মনুষ্য সমাজ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট (হাক্ব) চেয়ে থাক এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।"
(QS. An-Nisa' 4: Verse 1)

সুতরাং,ইসলাম সবসময় সাম্য ও ঐক্যের দিকে মানুষকে আহবান করে।ইসলামের কোন নির্দেশই বর্ণবাদের দায়ে দুষ্ট নয় বরং বর্ণবৈষম্যের মতো মারাত্মক অপরাধকে ইসলামে হারাম করা হয়েছে।

সকল বিভেদ ভুলে এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহবান করে মহান প্রভু বলেন,

قُلْ يٰۤـاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَا لَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَـنَا وَبَيْنَكُمْ اَ لَّا نَـعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْــئًا
وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَا بًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ فَاِ نْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَ نَّا مُسْلِمُوْنَ

"বল, ‘হে আহলে কিতাব! এমন এক কথার দিকে আসো, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই, তা এই যে, আমরা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো ‘ইবাদাত করব না এবং কোন কিছুকে তাঁর শরীক করব না এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাদের মধ্যে কেউ কাউকে রব হিসেবে গ্রহণ করব না। তারপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলে দাও, তোমরা এ বিষয়ে সাক্ষী থাক যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী।"(QS. Ali 'Imran 3: Verse 64)

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ পাক কিতাবধারীদেরসহ সকল মানব জাতিকে একমাত্র তার ইবাদতের দিকে আহবান করেছেন। অতএব সকল মানবজাতির উচিত- তারা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না। আর একমাত্র আল্লাহকেই প্রভু হিসাবে মানবে।

আধুনিকতার এ সময়ে বর্ণবাদ একটি অন্যতম সমস্যা। এ বৈষম্য ও বর্ণবাদ দূরীকরণের ব্যাপারে জোর প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও বিশ্ব থেকে এখনো বৈষম্য ও বর্ণবাদের অবসান হয়নি। এমনকি এই বর্ণবাদের কারণেই বিশ্বব্যাপী এখনও অনেক মানুষকে প্রাণ হারাতে হচ্ছে।ইসলামেই আছে এই বর্ণবিভেদ দূরীকরণের একমাত্র সমাধান।আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে বোঝার তাওফিক দান করুন। সকল বিভেদ সম্পূর্ণ ভুলে সবাইকে তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের তাওফিক দান করুন। আমিন।